প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 275 Issue ● 10 October, 2021, Sunday ● ২৩ আশ্বিন, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

এসপি'র জুলুম, চাঁদার জন্য সরকারি ফতোয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। পুলিশ লাইনে দুর্গাপূজায় চাঁদা দেয়ার জন্য সরকারি আদেশ দিলেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার। কোন্ পদের কত চাঁদা দিতে হবে, তা ঠিক করে দেয়া হয়েছে। সোমবারের মধ্যে পূজা কমিটির ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা পাঠাতে হবে প্রত্যেক ইউনিট ইনচার্জকে। সরকারিভাবে আদেশ দিয়ে পূজার চাঁদা আদায়ের ঘটনা নজিরবিহীন। ত্রিপুরা সরকার দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য পূজার জন্য যে নির্দেশিকা দিয়েছে, তার দ্বিতীয়টিই হল, কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় চাঁদা স্বেচ্ছায় হবে। সরকারি নির্দেশ দিয়ে জেলার পুলিশ প্রধানের চাঁদা দেয়ার আদেশ দেয়া পরিস্কারভাবেই 'স্বেচ্ছায় চাঁদা' নির্দেশ না মানা এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশকে পাত্তা না দেয়া। যদিও কোভিড পরিস্থিতি না থাকলেও চাঁদা স্বেচ্ছাতেই হওয়ার আইন। চাঁদার জন্য কেউ নির্দেশ দিতে পারেন না। গোমতীর পুলিশ প্রধান সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে শনিবারে রেডিওগ্রামে সব মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের,

শাশ্বত কুমার, এসপি গোমতী

সহকারী জেলা পুলিশ আধিকারিকেদের,সব থানাকে, ট্রাফিক ইউনিটকে, ডিআইবি ইউনিটকে,কম্প্যুটার ইউনিটকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, কাকে কত দিতে হবে। পদ অনুযায়ী টাকার পরিমাণ ঠিক হয়েছে। পুলিশ সুপার দেবেন পাঁচ হাজার টাকা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবেন ৩ হাজার টাকা, ডেপুটি পুলিশ সুপার'রা দেবেন ২ হাজার টাকা করে,ইন্সপেকটর, অফিস সুপার প্রমুখরা দেবেন ১৭০০ টাকা করে,সাব ইন্পেকটর, হেড ক্লার্ক প্রমুখরা দেবেন ১৫০০ টাকা করে,অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেকটর,আপার ডিভিশন ক্লার্ক প্রমুখরা দেবেন ১২০০ টাকা করে,

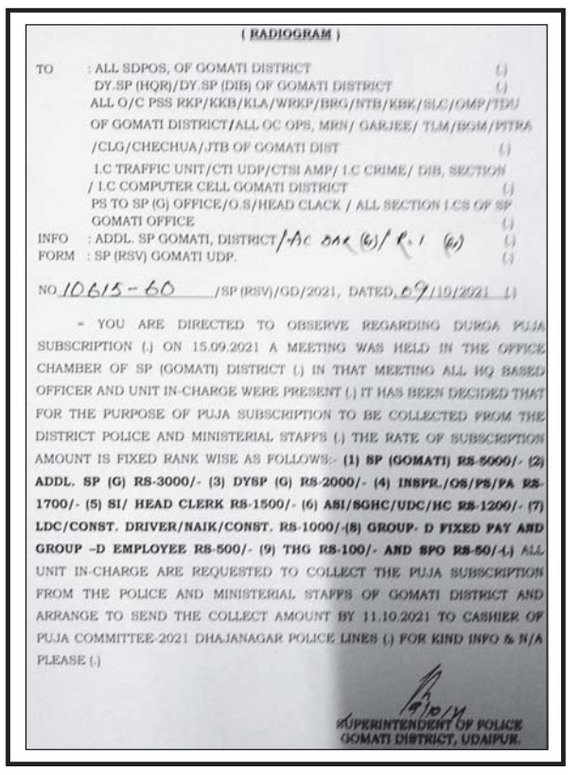

(RADIOGRAM)

TO : ALL SDPOS, OF GOMATI DISTRICT (.)
DY.SP (HQR)/DY.SP (DIB) OF GOMATI DISTRICT (.)
ALL O/C PSS RKP/KKB/KLA/WRKP/BRG/NTB/KBK/SLC/OMP/TIDU OF GOMATI DISTRICT/ALL OC OPS, MRN/ GARJEE/ TLM/BGM/PITRA /CLG/CHECHUA/JTB OF GOMATI DIST (.)
I.C TRAFFIC UNIT/CTI UDP/CTSI AMP/ I.C CRIME/ DIB, SECTION / I.C COMPUTER CELL GOMATI DISTRICT (.)
PS TO SP (G) OFFICE/O.S/HEAD CLACK / ALL SECTION I.CS OF SP GOMATI OFFICE (.)
INFO : ADDL. SP GOMATI, DISTRICT/AC DAE (G)/ R.I (G) (.)
FORM : SP (RSV) GOMATI UDP. (.)

NO 10615-60 /SP (RSV)/GD/2021, DATED 09/10/2021 (.)

- YOU ARE DIRECTED TO OBSERVE REGARDING DURGA PUJA SUBSCRIPTION (.) ON 15.09.2021 A MEETING WAS HELD IN THE OFFICE CHAMBER OF SP (GOMATI) DISTRICT (.) IN THAT MEETING ALL HQ BASED OFFICER AND UNIT IN-CHARGE WERE PRESENT (.) IT HAS BEEN DECIDED THAT FOR THE PURPOSE OF PUJA SUBSCRIPTION TO BE COLLECTED FROM THE DISTRICT POLICE AND MINISTERIAL STAFFS (.) THE RATE OF SUBSCRIPTION AMOUNT IS FIXED RANK WISE AS FOLLOWS:- **(1) SP (GOMATI) RS-5000/- (2) ADDL. SP (G) RS-3000/- (3) DYSP (G) RS-2000/- (4) INSPR./OS/PS/PA RS-1700/- (5) SI/ HEAD CLERK RS-1500/- (6) ASI/SGHC/UDC/HC RS-1200/- (7) LDC/CONST. DRIVER/NAIK/CONST. RS-1000/-(8) GROUP- D FIXED PAY AND GROUP –D EMPLOYEE RS-500/- (9) THG RS-100/- AND SPO RS-50/-(.)** ALL UNIT IN-CHARGE ARE REQUESTED TO COLLECT THE PUJA SUBSCRIPTION FROM THE POLICE AND MINISTERIAL STAFFS OF GOMATI DISTRICT AND ARRANGE TO SEND THE COLLECT AMOUNT BY 11.10.2021 TO CASHIER OF PUJA COMMITTEE 2021 DHAJANAGAR POLICE LINES (.) FOR KIND INFO & N/A PLEASE (.)

SUPERINTENDENT OF POLICE
GOMATI DISTRICT, UDAIPUR.

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক,কনস্টেবল ড্রাইভার প্রমুখরা দেবেন এক হাজার টাকা করে, গ্রুপ-ডি এবং ফিক্সড-পে'র এই অংশের কর্মচারীরা দেবেন ৫০০ টাকা করে, হোমগার্ডরা দেবেন ১০০ টাকা করে, এসপিও'রা দেবেন ৫০ টাকা করে। শনিবারে 'নং ১০৬১৫-৬০/ এসপি (আরএসভি)/ জিডি/২০২১/ ডেটেড০৯/১০/ ২০২১' মেমোটি রেডিওগ্রামে ছাড়া হয়েছে গোমতী জেলার সুপারের নামে। সইও আছে। সেই বার্তায় বলা হয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বরে জেলা সুপারের চেম্বারে মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিং-এ জেলা সদরে থাকা অফিসাররা, ইউনিট ইনচার্জরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে চাঁদার হার ঠিক হয়েছে। জেলার প্রতিটি থানার প্রতিনিধি কিংবা মহকুমায় থাকা অন্য ইউনিটের প্রতিনিধি যে উপস্থিত ছিলেন না, তা স্পষ্ট। সরকারিভাবে এভাবে নির্দেশ দিয়ে চাঁদা দেয়ার আদেশ দেয়া, জোর করে কারও উপর চাঁদার ভার চাপিয়ে দেয়া। 'স্বেচ্ছা চাঁদা' মানেই যার যত খুশি তা দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। সরকারি কোনও ডিউটি এটা না। ভারতের সংবিধান যার যার নিজের ধর্ম পালন করার , ধর্ম বিশ্বাস বজায় রাখার স্বাধীনতা যেমন দেয়, তেমনি ধর্ম পালন না করার অধিকারও দেয়। রাষ্ট্র ধর্ম পালনে কারও প্রতি ভেদাভেদ করবে না, আবার উৎসাহও দেবে না, ঠিক তেমনি কারও ধর্মপালনে নাক গলাবে না। যদিও কিছু শর্তও আছে তাতে, যেমন ধর্মের নামে নরবলি চলতে পারে না। ভারত সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কয়েকবছর আগে মহারাষ্ট্রে অফিস থেকে দেবদেবীর ছবি সরানোর আদেশ হয়েছিল সেই একই কারণে। কোনও কোনও পুলিশ কর্মী মুখের ওপর কিছু বলতে না পারলেও, বিষয়টিকে জুলুম বলেই মনে করছেন। ভারতে এখন ধর্ম নিয়ে দেদার উৎসাহ। ধর্মের নামে হিংসা, বিদ্বেষও হচ্ছে প্রচুর। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, তাদের ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা আছে বলে অভিযোগ আছে। শাসক বিজেপি'র কেউ কেউ প্রকাশ্যে সংবিধান বদলের কথাও বলেছেন। কেউ হয়তো-বা কোনও ধর্মীয় অংশের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার কথা বলেছেন। ধর্ম নিয়ে অসহিষ্ণুতা যেমন বাড়ছে, তেমনি ধর্মের নামে মানুষের বিয়ে-শাদিতে নাক গলাচ্ছে কেউ কেউ, এমনকী তেমন আইন তৈরি করে রাষ্ট্রও করছে কোথাও কোথাও। সরকারি খরচে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন সরকার প্রধান, সেই মঞ্চকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করছেন। আবার কেউ কাউকে খুশি করার জন্য অতি তৎপরতা দেখিয়ে নজরে পড়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। সরকারি অফিস প্রাঙ্গণে ধর্মীয় কাজ করতে হলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ধার্যকৃত চাঁদার পরিমাণ

পুলিশ সুপার	-	৫০০০/-
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	-	৩০০০/-
ডেপুটি পুলিশ সুপার	-	২০০০/-
ইন্সপেক্টর, অফিস সুপার, প্রমুখ	-	১৭০০/-
সাব ইন্সপেক্টর, হেড ক্লার্ক প্রমুখ	-	১৫০০/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেকটর, আপার ডিভিশন ক্লার্ক প্রমুখ	-	১২০০/-

পৃষ্ঠা ৬

'খুনের' মামলায় গ্রেফতার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে

সিবিআই প্রধানকে মুম্বাই পুলিশের তলব

কোভিড রোগী থাকছেন আড়ালেই!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। সরকারি জায়গায় কোভিড টেস্ট এড়িয়ে বাজার থেকে অ্যান্টিজেন-কিট কিনে নিয়ে অনেকেই বাড়িতেই টেস্ট সেরে নিচ্ছেন। পরিচিত ফার্মেসিতে বলে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন। চূড়ান্ত পরিস্থিতি না হলে আর হাসপাতালমুখো হওয়া দূরে থাক, স্বাস্থ্য দফতরকে জানাচ্ছেনই না কেউ। অ্যান্টিজেন কিট বিক্রির কোনও তথ্য স্বাস্থ্য দফতরকে জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। অথবা দফতরও নজরদারি করছে না। বাড়িতে নিজেরাই টেস্ট করে ধরা পড়া পজিটিভ রোগী সম্বন্ধেই জানতেই পারছে না দফতর। তাতে কোথায় কে পজিটিভ, কীভাবে ছড়াচ্ছে, কেউ জানেন না, ফলে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। জেলা হাসপাতালের এক ডাক্তার বললেন যে বাড়িতে অ্যান্টিজেন টেস্টের ভাল, খারাপ, দু'টো দিকই আছে। হাসপাতালের উপর চাপ কম হচ্ছে, তাছাড়া যেকোনও সময়েই কেউ সেটা করে নিতে পারেন। হাসপাতালে না এসে ঘরে করে নিলে, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোনও পজিটিভ রোগীর থেকে আরেক-

● এরপর দুইয়ের পাতায়

উপরাষ্ট্রপতির প্রটোকল নিয়েও প্রশাসনের ছিনিমিনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। দেশের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়েও রীতিমতো ছেলেখেলা আরম্ভ করেছে রাজ্য প্রশাসন।

দেশের উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে স্বাগত জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে প্রচারসজ্জা।

মহাকরণের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও, আদতে যে এই মুহূর্তে প্রশাসনিক কোনও নজরদারি নেই তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি দেশের উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু রাজ্য সফরে এসেছিলেন। মহামহিমের রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে সাজো সাজো রব পরিলক্ষিত হয় শহরের বিভিন্ন জায়গায়। গত ৬ এবং ৭ তারিখ রাজ্য সফরে ছিলেন তিনি। ৭ তারিখ বিকেলেই বিশেষ বিমানে রাজ্য ত্যাগ করেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি। ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রকের নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই, মহামান্য উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানোর ইয়া-বড়-বড় গেট এবং বিভিন্ন স্বাগত স্তম্ভ শহরের বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে রয়ে গেছে। প্রটোকল মোতাবেক দেশের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি যদি কোনও রাজ্য সফরে যান তাহলে ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উনাদের ছবি ব্যবহৃত সমস্ত প্রচারসজ্জাকে খুলে ফেলতে হয়। অথচ এই শহরের অন্তত ৫০টি জায়গায় এখনো মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য সফরে আসার ছবি সম্বলিত বিভিন্ন প্রচারসজ্জা বিভিন্ন জায়গায় রয়ে গেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র সরকারি বাসভবনের কয়েক হাত দূরে যে প্রায় ১০ ফিট লম্বা প্রচারসজ্জাটি উপরাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্র করে বসানো হয়েছিলো, সেটিও একই অবস্থানে রয়েছে। নিয়ম বলে, দেশের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির প্রতি সেকেন্ডের নির্ঘণ্ট রাষ্ট্রপতি ভবন এবং উপরাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আগাম নির্ধারিত হয়ে রাজ্য সরকারগুলোর কাছে পৌঁছে যায়। সেই মোতাবেক সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সরকার পক্ষকে। এখানেও তাই হয়েছে। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। শারদোৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছরের মতো এ বছরও শারদোৎসব ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে এবং টিকাদান প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সাথে কার্যকর করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের উচিত স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা। ভিড় এড়িয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্টিয়ারিং-র ক্ষোভ অভিষেকের কানে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,৯ অক্টোবর।। স্টিয়ারিং হাতে পাওয়ার পরেও রাজ্য তৃণমূলের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তীব্র বেগ পাচ্ছেন স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক। কমিটি গঠন হওয়ার পর শুক্রবারই প্রথম ভার্চুয়াল মোডে প্রদেশ স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুব স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে দলের তরফে স্টিয়ারিং কমিটি নিয়ে অসন্তোষের কথা জানান, খোদ কমিটির সদস্যরাই। কারণ, এই স্টিয়ারিং কমিটিতে এমন কিছু নাম বাদ পড়ে গিয়েছে যাদের বাদ দিয়ে সংগঠন চালানোই কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি এমন কিছু অবাঞ্ছিত নাম কমিটিতে চলে আসে যারা গাছেরও না তলারও না। তাদের অবস্থা অনেকটা উড়ন্ত খই'র মতো। এদের দিয়ে দলের একটি ভোট যেমন বৃদ্ধি হবে না,

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হোমগার্ডদের অ্যাডভান্স

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং হোমগার্ডদের পুজো উপলক্ষে ৫ হাজার টাকা করে অ্যাডভান্স প্রদান করবে রাজ্য সরকার। শনিবার রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফ থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দফতরের উপসচিব এ দেববর্মা ওই নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন। তিনি জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা এবং হোমগার্ডদের উৎসব উপলক্ষে ৫ হাজার টাকা করে অ্যাডভান্স প্রদান করা হবে। সেই নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও পরবর্তী সময় সামাজিক মাধ্যমে অর্থ দফতরের নির্দেশিকা পোস্ট করেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন রাজ্য সরকার অন্যান্য কর্মচারীদের মত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা ও হোমগার্ডরাও উৎসবে অ্যাডভান্স

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সাঁকোটা দুলছে !

স্মার্ট সিটিতে এক সারি বাঁশে হাঁটার দক্ষতাই আসল ভরসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। এক সারি বাঁশ বেয়ে মজা জলা পার হয়ে আসে স্কুল ড্রেস গায়ে শিশুরা, পিঠে ব্যাগ। ব্যাগের টালে টলমল ছোট ছোট পা, ব্যালান্স-দক্ষতা ছুটলেই বিপদ। এই বাধ্য হয়ে সার্কাস দেখানোর আনস্মার্ট দৃশ্য স্মার্ট সিটির দুই নম্বর ওয়ার্ডে। সিনাইহানি থেকে ভুবনবন'র মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা একটি আঁকাবাঁকা বাঁশের সাঁকো। এটাই কয়েকশ পরিবারের কাছে এটাই বিশ্বের সাথে যোগসূত্র। রাজ এসেছে, রাজ গেছে, বাঁশের সাঁকো একটি অস্থায়ী 'ব্রিজ'ও হতে পারেনি। এলাকার বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস দেখে গেছেন। এই দেখে যাওয়া দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন মানুষ। কারণ তাদের এই দুর্ভোগ তিন দশকের, শুধু দেখে

যাওয়াতেই তাদের চোখ আর আশা দেখে না। কারণ তারা জানেন, বর্ষায় গামছা হাতে বেরিয়ে পড়তে হয় বাড়ি থেকে। খোলা জায়গায় পোশাক বদল করতে হয়। মহিলাদের সেই সুবিধা নেই, তাদের কাছে এই পথ বিভীষিকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যন্ত খবর গেছে বলে শোনা গেছে। স্মার্ট সিটি'র ঢেকুরে বাড়ি বাড়ি জল, জিপিএস, প্লাস্টিক রাস্তা কত কিছুই না দেখছে রাজধানী! এখানে-সেখানে দাঁড় করানো কিয়স্ক, সংযোগহীন হয়ে পড়ে থেকে, এখন বিজ্ঞাপনের বেদী। বাড়ি বাড়ি পাইপ ও মিটার ঢোকানো আছে, জল কিনে খেতে হয় মানুষকে। কয়েক'শ মিটার প্লাস্টিক রাস্তা, আর খানা-খন্দ রিপু করে চালানো অন্য রাস্তায় বুকের খাঁচা

● এরপর দুইয়ের পাতায়